অধ্যায় ২

বাক্য সংকোচন

সৃষ্টিশীল জ্ঞান, দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন: পাঠ-অধ্যয়নের প্রত্যাশিত প্রাপ্তি

বাক্য সংকোচনের বিস্তারিত উদাহরণ

বাংলা ভাষায় এককথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচনের সংখ্যা অনেক। নিচে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলো এককথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচনের উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

অ

অন্য কাল– কালান্তর।
অন্যের শ্রী দেখলে যে কাতর হয়– পরশ্রীকাতর।
অশ্বের ডাক– হ্রেষা।
অগ্রে গমন করে যে– অগ্রগামী।
অস্ত্রের দ্বারা উপচার– অস্ত্রোপচার।
অরণ্যে অগ্নিকাণ্ড– দাবানল।
অলংকারের শব্দ– শিঞ্জন।
অব্যক্ত মধুর ধ্বনি– কলতান।
অশ্রু দ্বারা সিক্ত– অশ্রুসিক্ত।
অঘটন ঘটাতে অতিশয় পটু– অঘটনঘটনপটীয়সী।
অন্য দেশ– দেশান্তর।
অন্য সহায় নেই যার– অনন্যসহায়।
অন্যপক্ষ অবলম্বন করে আছে যে– বিপক্ষ।
অক্ষির অগোচরে– পরোক্ষ।
অতি দীর্ঘ নয়– নাতিদীর্ঘ।
অতিক্রম করা যায় না যা– অনতিক্রমনীয়।
অণু বিষয়ক– আণবিক।
অবজ্ঞায় নাক উঁচু করে এমন– উন্নাসিক।
অহি ও নকুল– অহিনকুল।
অভ্যাস নেই এমন– অনভ্যস্ত।
অন্য ব্যক্তিতে সাধারণ নয় যা– অনন্যসাধারণ।
অশ্বের চালক– সারথি।
অভিমান নেই যার– নিরভিমান।
অন্যদিকে মন যার– অন্যমনা, অন্যমনস্ক।
অন্য জন্ম– জন্মান্তর।
অগ্রে বর্তমান যে– অগ্রবর্তী।
অভ্যন্তরে আগুন আছে যাতে– অগ্নিগর্ভ।
অনুসন্ধান করতে ইচ্ছুক– অনুসন্ধিৎসু।
অন্ধকার রাত্রি– তামসী।
অর্থ নেই যার– নিরর্থক।
অন্য ভাষায় পরিবর্তিত– অনূদিত।
অন্য গাছের ওপর জন্মে যে গাছ– পরগাছা।
অন্য কোনো কর্ম নেই যার– অনন্যকর্মা।
অবিবাহিতা রাখা যায় না এমন নারী– অরক্ষণীয়া।
অনেকের মধ্যে একজন– অন্যতম।
অকালে পক্ব হয়েছে যা– অকালপক্ব।
অক্ষির সমক্ষে বর্তমান– প্রত্যক্ষ।
অভিজ্ঞতার অভাব আছে যার– অনভিজ্ঞ।
অহংকার নেই যার– নিরহংকার।
অনুতে বা পশ্চাতে জন্মেছে যে– অনুজ।
অহংকার করে যে– অহংকারী।
অন্ত নেই যার– অন্তহীন, অনন্ত।
অল্প বয়স যার– অল্পবয়স্ক।
অল্পকাল বাস করে এমন আগন্তুক– অতিথি।
অনুমান করা যায় না যা– অননুমেয়।
অনুকরণ করতে ইচ্ছুক– অনুচিকীর্ষু।
অনুসন্ধান করার ইচ্ছা– অনুসন্ধিৎসা।
অন্য দিকে মন নেই যার– অনন্যমনা।
অন্য মত– মতান্তর।
অনুরাগ দূর হয়েছে যার– বীতরাগ।
অনুমান দ্বারা জ্ঞাত– অনুমিত।
অপেক্ষা করছে যে– অপেক্ষমাণ।
অকালে জাত কুমড়া– অকালকুষ্মাণ্ড।

অগ্রে জন্মগ্রহণ করেছে যে– অগ্রজ।
অন্য কোনো গতি নেই যার– অনন্যগতি।
অসম সাহস যার– অসমসাহসী।
অশ্ব-রথ-হস্তী-পদাতিক সৈন্যের সমাহার– চতুরঙ্গ।
অন্তর্গত অপ যার– অন্তরীপ।
অতি শীতও নয় উষ্ণও নয়– নাতিশীতোষ্ণ।
অদিতির পুত্র– আদিত্য।
অভিনয় করেন যিনি– অভিনেতা।
অপরের ছিদ্র অন্বেষণ করে যে– ছিদ্রান্বেষী।
অপরাধ নেই যার– নিরপরাধ।
অরিকে দমন করেছে যে– অরিন্দম।
অপরকে পোষকতা করে যে– পৃষ্ঠপোষক।
অন্বেষণ করার ইচ্ছা– অন্বেষা।
অন্তিমকাল উপস্থিত যার– মুমূর্ষু।
অবশ্যই যা হবে– অবশ্যম্ভাবী।
অন্য গ্রাম– গ্রামান্তর।
অধ্যাপনা করেন যিনি– অধ্যাপক।
অরিকে জয় করেছে যে– অরিজিৎ।
অন্য কোনো গতি বা উপায় নেই– অগত্যা।
অন্য ভাষায় রূপান্তর– অনুবাদ।
অন্তরের ভাব জানেন যিনি– অন্তর্যামী।
অতিক্রম করে গমনকারী– অতিগ।
অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে যে কাজ করে– অবিমৃশ্যকারী।
অধ্যাপনা করেন যিনি– অধ্যাপক।
অনায়াসে যা লাভ করা যায়– অনায়াসলভ্য।
আদি নেই যার– অনাদি।
অত্যন্ত তরল জল নিঃসরণ– অতিসার।
বাতাসের অনুকূলে– অনুবাত।
অপে জন্মে যা– অপজ।
অভ্রকে লেহন করে যে– অভ্রংলিহ।
অনুকরণ করার ইচ্ছা– অনুচিকীর্ষা।
অতিশয় ভোজন– অত্যশন।
অল্প কথা বলে যে– অল্পভাষী।
অগ্রসর হতে অনিচ্ছুক– পশ্চাৎপদ, পিছপা।
অঙ্গীকত মাল তৈরির জন্য প্রদত্ত অগ্রিম অর্থ– দাদন।
অতি আসন্ন– প্রত্যাসন্ন।
অতি উচ্চ ধ্বনি– মহানাদ।
অতি নিপুণ কারিগর– ওস্তাগর।
অতি উচ্চ বিকট হাসি– অট্টহাসি।
অতি বৃদ্ধা নারী– বড়াই।
অতি নিকৃষ্ট নর– নরাধম।
অতিশয় রক্ষণশীল– দুর্মর।
অতি উচ্চ রোল– উতরোল।
অতিশয় তাড়াতাড়ি– তড়িঘড়ি।
অতিশয় রমণীয়– সুরম্য।
অত্যন্ত প্রফুল্ল– উৎফুল্ল।
অত্যন্ত শৌখিন লোক– ফুলবাবু।
অনুচিত বলপ্রয়োগকারী– হঠকারী।
অন্য লোক– লোকান্তর।
অন্য যুগ– যুগান্তর।
অন্য জন্ম– জন্মান্তর।
অন্য কাল– কালান্তর।
অন্যের অজ্ঞাতসারে– বেমালুম।
অন্যায় গোঁড়ামিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান– অচলায়তন।
অভিনয়ের উপযোগী দৃশ্যকাব্য– নাটক।
অহনের পূর্বাংশ– পূর্বাহ্ণ।
অহনের অপর অংশ– অপরাহ্ণ।
অহনের মধ্য অংশ– মধ্যাহ্ন।
অদিতির পুত্র– আদিত্য।
অনভিজ্ঞের অভিজ্ঞ আচরণ– অকালপক্বতা।
অবিবাহিত ব্যক্তি– অকৃতদার, অনূঢ়া।
অধিক উক্তি– অত্যুক্তি।
অতিশয় কর্মনিপুণ ব্যক্তি– ধুরন্ধর।
অর্ধেক সম্মত– নিমরাজি।
অনেকের ভেতর এক– অন্যতম।
অঙ্গের সঙ্গে বর্তমান– সাঙ্গ।
অন্য কোনো কর্ম নেই যার– অনন্যকর্মা।
অন্য গতি– গত্যন্তর।
অদূর ভবিষ্যতে যা পাবার সম্ভাবনা নেই– সুদূরপরাহত।
অশ্ব রাখার স্থান– আস্তাবল।
অতিক্রম করার যায় না যা– অনতিক্রম্য, অনতিক্রমণীয়।
অতিশয় ইচ্ছুক– অতীচ্ছ।
অন্ত নেই যার– অনন্ত।
অভিনয় করে যে– অভিনেতা।
অন্য গতি নেই যার– অগত্যা।
অগ্নি উৎপাদনের কাঠ– অরণি।

অন্তর্গত অপ যার– অন্তরীপ।
অনুকরণের যোগ্য– অনুকার্য, অনুকরণীয়।
অন্ত আছে যার– আন্ত।
অণুকে দেখা যায় যার দ্বারা– অণুবীক্ষণ।
অণুর ভাব– অণিমা।
অস্ত যাচ্ছে– অস্তায়মান।
অপকার করার ইচ্ছা– অপচিকীর্ষা।
অগ্রপশ্চাৎ ক্রম অনুযায়ী– আনুপূর্বিক।
অর্থনীতি সম্বন্ধীয়– অর্থনৈতিক, আর্থিক।
অতি মনোহর গন্ধ– আমোদ।
অণু সম্বন্ধীয়– আণবিক।
অতর্কিত অবস্থায় হত্যাকারী বা আক্রমণকারী– আততায়ী।
অন্য নামে– ওরফে।
পরস্পর সমন্বয়হীন দুটি ঘটনা একত্রে ঘটা– কাকতালীয়।
অল্পকাল স্থায়িত্ব যার– ক্ষণস্থায়ী।
অতীতের বিষয়ের জন্য শোক প্রকাশ– গতানুশোচনা।
অসির শব্দ– ঝঞ্জনা।
অতি উচ্চ স্বর– তারস্বর।
অপরের দুঃখে যে দুঃখিত হয়– দরদি।
অতিকষ্টে যা নিবারণ করা যায়– দুর্নিবার।
অর্থহীন উক্তি– প্রলাপ।
অপূর্ব সৃষ্টিশীল ক্ষমতা– প্রতিভা।
অক্ষির গোচরে– পরোক্ষ।
অন্য কর্তৃক বিবাহিতা– পরোঢ়া।
অল্প পরিশ্রমে শ্রান্ত নারী– ফুলটুসি।
অনেক অভিজ্ঞতা আছে যার– বহুদর্শী, ভূয়োদর্শী।
অবলীলার সঙ্গে– সাবলীল।
অনুসরণ করে যে– অনুসারী।
অসূয়া নেই যার (স্ত্রী)– অনসূয়া।
অন্ধকার রাত্রি– তামসী।
অন্য বার– বারান্তর।
অন্যের সঙ্গে মেলামেশা– পরসঙ্গা।
অপরাধের তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশে গৃহাদি অনুসন্ধান– খানাতল্লাশ।
অশ্বের চালক– সাদি।
অণুতে (বা পশ্চাতে) জন্মেছে যে– অনুজ।
অট্টহাসির শব্দ– হো-হো।
অত্যন্ত গুণবান সন্তানের জন্মদাত্রী– রত্নগর্ভা।

আ

আদরের সাথে– সাদরে।
আট মাসে জন্মেছে যে– আটাশে।
আয় বুঝে ব্যয় করে না যে– অমিতব্যয়ী।
আট প্রহর যা পরা যায়– আটপৌরে।
আঘাতের বিপরীত– প্রতিঘাত, প্রত্যাঘাত।
আজন্ম শত্রু– জাতশত্রু।
আনন্দ প্রদান করে যা– আনন্দপ্রদ।
আকাশে গমন করে যে– বিহঙ্গ।
আত্মা সম্বন্ধীয়– আত্মিক, আধ্যাত্মিক।
আদব জানে না যে– বেয়াদব।
আমিত্বে অভিমান করে যে– অহংকারী।
আকাশ স্পর্শ করেছে যা– আকাশস্পর্শী।
আত্মাকে অধিকার করে– অধ্যাত্ম।
আমিষ আহার করে না যে– নিরামিষাশী।
আপনাকে ভুলে থাকে যে– আত্মভোলা।
আত্মার সাথে সম্পর্কযুক্ত– আত্মীয়।
আহারে সংযম আছে যার– মিতাহারী।
আশাকে অতিক্রম করে– আশাতীত।
আজ্ঞার অনুবর্তী যে– আজ্ঞানুবর্তী।
আরাধনার যোগ্য যিনি– আরাধ্য।
আরোহণ করে যে– আরোহী।
আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন যিনি– কৃতার্থম্মন্য।
আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত– আদ্যন্ত, আদ্যোপান্ত।
আকাশে বেড়ায় যে– আকাশচারী, খেচর।
আচারে নিষ্ঠা আছে যার– আচারনিষ্ঠ।
আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা– আত্মকেন্দ্রিক।
আপনাকে পণ্ডিত মনে করে যে– পণ্ডিতম্মন্য।
আগামীকালের পরের দিন– পরশু।
আয় অনুসারে ব্যয় করে যে– মিতব্যয়ী।
আবক্ষ জলে নেমে স্নান– অবগাহন।
আনন্দের যোগ্য– নন্দ্য।
আদব-কায়দায় চৌকষ অথচ নিষ্কর্মা– লেফাফাদুরস্ত।
আগুনের ফুলকি– স্ফুলিঙ্গ।
আবেগজড়িত কণ্ঠস্বর– গদগদ।
আড় চোখে চাউনি– কটাক্ষ।
আক্কেল নেই যার– বেআক্কেল।

আকারের সঙ্গে বিদ্যমান– সাকার।
আকস্মিক দুর্দৈব– উপদ্রব।
আঙুর ফল– দ্রাক্ষা।
আরোহণ করেছে– আরূঢ়।
আশা ভঙ্গজনিত খেদ– বিষাদ।
আকাশ চুম্বন করে যা– আকাশচুম্বী।
আদরিণী কন্যা– দুলালী।
আত্মাকে অধিকার করে– অধ্যাত্ম।
আলোকের অভেদ্য– অনচ্ছ।
আকাশ মাধ্যমে আগত বাণী– আকাশবাণী।
আদরের যোগ্য যা– আদরণীয়।
আসছে যে– আগত।
আলস্য নেই যার– নিরলস।
আয়নায় দেখা মূর্তি– প্রতিবিম্ব।
আমার সদৃশ– সাদৃশ।
আশীতে (দাঁতে) বিষ যার– আশীবিষ।
আসবে যা– আগামী।
আকৃষ্ট হচ্ছে যে– আকৃষ্টমান।
আলাপ করতে যে তৎপর– আলাপি।
আচার্যের সহকারী– উপাচার্য।
আইনবিরোধী কাজ– বেআইনি।
আকাশ ও পৃথিবী– ক্রন্দসী/রোদসী।
আহারের দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি– ক্ষুন্নিবৃত্তি।
আজীবন অবিবাহিত আছে যে– চিরকুমার।
আজ্ঞা যে বহন করে– আজ্ঞাবহ।
আকাশের রং– আকাশি।
আত্মগোপনের উদ্দেশে পরিধেয়– ছদ্মবেশ।
আজীবন সধবা যে নারী– চিরায়ুষ্মতী।
আদি নেই যার– অনাদি।
আভিধানিক অর্থ ছাড়া অন্য অর্থের দ্যোতনা– ব্যঞ্জনা।
আকাশে যে বিচরণ করে– নভশ্চর, নভোচারী।
আকালের বছর– দুর্বছর।
আহ্বান করা হয়েছে যাকে– আহূত।
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার– আস্তিক।
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার– নাস্তিক।

ই

ইমান নেই যার– বেইমান।
ইহলোক সম্পর্কিত যা– ঐহিক।
ইতি মধ্যকার ঘটনা– ইদানীং।
ইন্দ্রিয়কে জয় করেছে যে– জিতেন্দ্রিয়।
ইহলোকে যা সামান্য নয়– অলোকসামান্য।
ইন্দ্রকে জয় করেছে যে– ইন্দ্রজিৎ।
ইন্দ্রজাল জানে যে– ঐন্দ্রজালিক।
ইষ্টক নির্মিত গৃহ– প্রাসাদ।
ইন্দ্রের বাগান– নন্দন।
ইন্দ্রিয়ের সংযম– দম।
ইন্দ্রজিতের স্ত্রী– প্রমীলা।
ইন্দ্রের পুরী– বৈজয়ন্ত।
ইসলামি শাস্ত্র অনুযায়ী নির্দেশ– ফতোয়া।
ইতিহাস জানেন যিনি– ঐতিহাসিক।
ইচ্ছার অধীন– ঐচ্ছিক।
ইতস্তত ভ্রমণ– বিচরণ, প্রসর।
ইন্দ্রের পত্নী– ইন্দ্রাণী।
ইতঃপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি– দাগি।
ইসলামে অবিশ্বাসী– কাফের।
ইন্দ্রের সারথি– মাতলি।
ইহলোকের পরবর্তী লোক– পরলোক।
ইক্ষু বিষয়ক– ঐক্ষর।
ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি– ইতিহাসবেত্তা।

ঈ

ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে যার– আস্তিক।
ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই যার– নাস্তিক।
ঈষৎ হাস্য– স্মিত।
ঈষৎ নীল– আনীল।
ঈষৎ রক্তবর্ণ– রক্তিম।
ঈষৎ আমিষ (আঁশ) গন্ধ যার– আঁশটে।
ঈষৎ চঞ্চল– আলোল।
ঈষৎ পীত বর্ণ– আপীত।
ঈশ্বরের ভাব– ঐশ্বর্য।
ঈশ্বর বিষয়ক– ঐশ্বরিক।
ঈষৎ উষ্ণ– কবোষ্ণ।
ঈষৎ কম্পিত– আধুত।

ঈষৎ মধুর– আমধুর।
ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল সাধক গায়ক– বাউল।
ঈষৎ পাকা– দরপাকা।
ঈষৎ কাঁচা– দরকাঁচা।
ঈষৎ প্রফুল্ল– সিতাভ।
ঈশান কোণ– ঐশানী।
ঈষৎ কৃষ্ণ– কালচে।
ঈষৎ পান্ডূবর্ণ– ধূসর।
ঈষৎ নীলবর্ণ– নীলাভ।
ঈষৎ বক্র– বঙ্কিম।
ঈষৎ পাগলামি স্বভাব যার– পাগলাটে।

উ, ঊ

উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনার শক্তি– কান্ডজ্ঞান।
উপকারের বদলে উপকার– প্রত্যুপকার।
উড়ে যাচ্ছে যা– উড়ন্ত, উড্ডীয়মান।
উদ্দেশ বা সন্ধান জানা নেই এমন– নিরুদ্দেশ।
উপস্থিত বুদ্ধি আছে যার– প্রত্যুৎপন্নমতি।
উর্বরাশক্তি নেই যে ভূমির– অনুর্বর।
উপায় নেই যার– নিরুপায়।
উপকার করার ইচ্ছা– উপচিকীর্ষা।
উপন্যাস রচয়িতা– ঔপন্যাসিক।
উদিত হচ্ছে যা– উদীয়মান।
উপকার করতে ইচ্ছুক– উপচিকীর্ষু।
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে– কৃতজ্ঞ।
উপকারীর উপকার যে স্বীকার করে না– অকৃতজ্ঞ।
উপকারীর অপকার করে যে– কৃতঘ্ন।
উচ্চারিত হচ্ছে যা– উচ্চার্যমান।
উদ্‌গিরণ করা হয়েছে এমন– উদ্‌গীর্ণ।
উল্লেখ করা যায় না যা– ঊহ্য।
উপনিষদ সম্বন্ধীয়– ঔপনিষদ।
উদর সম্পর্কিত– ঔদরিক।
উচ্চৈঃস্বরে কথন– ঘোষণা।
উটের/হস্তীর শাবক– করভ।
উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ– রিক্‌থ।
উদগ্র লোভে চঞ্চল– লোলুপ।
উদিত হয় না যা– অনূদিত।
উচ্চ শব্দ– নির্ঘোষ।
উপযুক্ত বয়স হয়েছে যার– সাবালক, প্রাপ্তবয়স্ক।
উদ্দাম নৃত্য– তান্ডব।
উচ্চ হাস্যকারী– অট্টহাসক।
উচ্ছিষ্ট নয়– অনুচ্ছিষ্ট।
উলু উলু ধ্বনি– অলোলিকা।
উপেক্ষার যোগ্য– উপেক্ষণীয়।
উচ্চ ললাটবিশিষ্ট– উঁচকপালি।
উত্তর দিক সম্পর্কিত– উদীচ্য।
উচিত নয়– অনুচিত।
উভয় তীর আছে যার– পারাবার।
উপাসনার যোগ্য– উপাস্য।
উত্তপ্ত করা হয়েছে– উত্তাপিত।
উৎসবের জন্য নির্মিত গৃহ– মন্ডপ।
উপস্থিত আছে যা– বর্তমান।
উত্তম ফল যার– সুফলা।
উপর তলার ঘর– বালাখানা।
উচিতের অভাব– অনৌচিত্য।
উদারতার অভাব– অনৌদার্য।
উত্তর দিক থেকে আগত– উত্তুরে।
উত্তম পুরুষ– সুপুরুষ।
উদ্দিদের নতুন পাতা– পল্লব, কিশলয়।
উদীয়মান সূর্যকিরণের আভা– প্রভাতছটা।
উর্ণ নাভিতে যার– উর্ণনাভ।
ঊর্ধ্ব থেকে নেমে আসা– অবতরণ।
ঊর্ধ্ব দিকে গমন করে যে– ঊর্ধ্বগামী।
ঊর্ধ্বদিকে গতি যার– ঊর্ধ্বগতি।
ঊর্ধ্বমুখে সাঁতার– চিৎসাঁতার।

ঋ

ঋণ নেই যার– অঋণী।
ঋষির তুল্য– ঋষিতুল্য।
ঋণ আছে যার– ঋণী।
ঋণ নেয় যে– অধমর্ণ।
ঋজুর ভাব– আর্জব।
ঋষির দ্বারা কথিত– আর্য।
ঋতুর সম্বন্ধে– আর্তব।
ঋষির ন্যায়– ঋষিকল্প।

ঋণগ্রস্ত অবস্থা– ঋণিতা।
ঋণ দেয় যে– উত্তমর্ণ।
ঋণশোধে অসমর্থ– দেউলিয়া।
ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করে যে– ঋত্বিক।

এ, ঐ

এক দিকে রোখ যার– একরোখা।
এক বিষয়ে বা বস্তুতে নিষ্ঠাবান– একনিষ্ঠ।
একই জাতির অন্তর্ভুক্ত– সমজাতীয়।
এইমাত্র জন্মগ্রহণ করেছে যে– সদ্যোজাত।
এক দিকে চোখ যার– একচোখা।
একবারে করণীয় বা দেয়– এককালীন।
একবার মাত্র ফল দিয়ে মারা যায় যে– ওষধি।
এখনো দাড়ি ওঠেনি যার– অজাতশ্মশ্রু।
একদিকে ঝুঁকে আছে এমন– একপেশে।
একবার মাত্র গর্ভধারণ করে যে নারী– কাকবন্ধ্যা।
একই স্বামীর পত্নী যারা– সপত্নী, সতিন।
একই মাতার উদরে জাত যে– সহোদর।
এক থেকে শুরু করে ক্রমাগত– একাদিক্রমে।
একসঙ্গে পাঠ করে যারা– সহপাঠী।
একই গুরুর শিষ্য যারা– সতীর্থ।
একই সঙ্গে গমন করে যারা– সহগামী।
একই সময়ে– যুগপৎ।
একই গর্ভ হতে একসাথে জাত– যমক, যমজ।
একের পরিবর্তে অপরের সই– বকলম।
একবার শুনলে যার মনে থাকে– শ্রুতিধর।
একই কালে বর্তমান– সমকালীন।
একই অর্থের শব্দ– প্রতিশব্দ।
এক ভাষার মধ্যে অন্য ভাষার প্রয়োগ– বুকনি।
একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় যে– যাযাবর।
এ পর্যন্ত যার শত্রু জন্মায়নি– অজাতশত্রু।
এক মতের ভাব– ঐকমত্য।
এক তানবিশিষ্ট– ঐকতান।
একান্ত অনুগত বা ভক্ত– নেওটা।
একের পরিবর্তে অনেক– বিকল্প।
একত্র আগত– সমাগত।
একসঙ্গে যারা যাত্রা করে– সহযাত্রী।
একাগ্রভাবে মনোযোগ– অভিনিবেশ।
এঁটেল ও বেলেমাটির মিশ্রণ– দো-আঁশ।
এর সদৃশ– ঈদৃশ।
একই সময়ে বর্তমান– সমসাময়িক।
এক তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র– একতারা, গোপীযন্ত্র।
এক গোঁ যার– একগুঁয়ে।
এসেছেন যিনি– আগন্তুক।
একই বস্তু বা বিষয়ের ভিন্নরূপ– রকমফের।
ঐশ্বর্যের অধিকার যিনি– ঈশ্বর্যবান, ভগবান।
ঐক্যের অভাব আছে যাতে– অনৈক্য।

ও, ঔ

ওষ্ঠ ও অধর– ওষ্ঠাধর।
ওষধি থেকে উৎপন্ন– ওষুধ।
ওজন করা হয় যে যন্ত্রের সাহায্যে– তুলাদণ্ড।
ওষ্ঠের দ্বারা উচ্চারিত– ওষ্ঠ্য।
ঔষধের বিপণি– ঔষধালয়।
ঔষধের আনুষঙ্গিক সেব্য– অনুপান।

ক, ক্ষ

কবিতা লেখেন যিনি– কবি।
কম বয়স যার– কমবয়সি।
কষ্টে অতিক্রম করা যায় যা– দুরতিক্রম।
কষ্টে লাভ করা যায় যা– দুর্লভ।
কর্মের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি– কর্মচারী।
কাচের তৈরি ঘর– শিশমহল।
ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে যা– ক্রমবর্ধমান।
করা হয়েছে যা– কৃত।
কিছুতে ভয় নেই যার– অকুতোভয়।
কেউ জানতে পারে না এমনভাবে– অজ্ঞাতসারে।
কেবল দর্শন– দর্শনমাত্র।
কষ্ট ছাড়া নির্বাহ হয় না এমন– কষ্টসাধ্য।
কারও পক্ষে নয় যে– নিরপেক্ষ।
কষ্ট করে অর্জন করা হয়েছে যা– কষ্টার্জিত।
কোনো কাজের নয় যা– অকেজো।
কোনো সম্বল নেই যার– নিঃসম্বল।
কোকিলের ডাক– কুহু।

কাঠ কাটা যার পেশা– কাঠুরে।
কল্পনার দ্বারা রচিত মূর্তি– ভাবমূর্তি।
কাজে সাহায্য করে যে– সহকারী।
কাজের শুরুতে আল্লার নামে দোহাই– বিসমিল্লাহ।
কালো-হলুদের মেশানো রং– কপিশ, কপিল।
কাশতৃণের বন– কাশবন।
কীর্তির মধ্যে বসতি যার– কীর্তিবাস।
কৃতকর্মের ফল– প্রতিফল।
কুবেরের ধনরক্ষক– যক্ষ।
কেনার আগে দামের যে অংশ দেওয়া হয়– বায়না, আগাম।
কথা দিয়ে যিনি কথা রাখেন– বাক্‌নিষ্ঠ।
ক্রিয়ার বিপরীতে– প্রতিক্রিয়া।
কষ্টিপাথরে ঘর্ষিত– নিকষিত।
কোনো উপকারে আসে না যে গাছ– আগাছা।
ক্রমশ উঁচু রাস্তা– চড়াই।
কিছু বলতে যার ঠোঁটে বাঁধে না– ঠোঁটকাটা।
কবির পরিচয়জ্ঞাপক উক্তি– ভণিতা।
কাম, ক্রোধ, লোভাদির বশীভূত– অজিতেন্দ্রিয়।
কখনো যা চিন্তা করা যায় না– অচিন্ত্য, অচিন্তনীয়।
কথা যে বলতে পারে না– অবলা।
কোনোকিছুতে ভয় নেই যার– অকুতোভয়।
কণ্ঠ পর্যন্ত– আকণ্ঠ।
কর্ণ পর্যন্ত– আকর্ণ।
কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত– আকর্ণবিস্তৃত।
কোথাও উঁচু কোথাও বা নিচু– বন্ধুর।
কাপট্য জানে না যে– অকপট।
কৃষ্ণপক্ষের শেষ তিথি– অমাবস্যা।
কথায় যা প্রকাশ করা যায় না– অনির্বচনীয়।
কর্ম করার শক্তি যার নেই– অকর্মণ্য।
কটিদেশ থেকে পদতল পর্যন্ত অংশ– অধঃকায়।
কেউ যা জানে না– অজ্ঞাত, অজানা।
কলাজ্ঞান আছে যার– কলাবিদ।
কাঠের নির্মিত– কাঠরা, কেঠো।
ক্রমে যা বেড়ে চলেছে– ক্রমবর্ধমান।
কী করতে হবে যে স্থির করতে পারে না– কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
কানের পাশে লম্বিত কেশগুচ্ছ– কাকপক্ষ।
কৃত্তি বাস (পোশাক) যার– কৃত্তিবাস।
কান ভাঙিয়ে বিবাদ সৃষ্টি করে যে (স্ত্রী)– কোটনা, কুটনি।
কুৎসিত আকার যার– কদাকার।
কর্কশ ধ্বনি– ক্রেঙ্কার।
কৃষি মাতা যে দেশের– কৃষিমাতৃক।
কৃষকের পত্নী– কৃষাণি।
কৃষ্ণবর্ণ হরিণ– কালসার।
কালে যা ঘটে– কালীন।
করুণা আছে যার– কারুণিক।
কৃষ্ণবর্ণ মেঘ– কালোমেঘ।
কষ্ট সহ্য করে যে– কষ্টসহিষ্ণু।
কানে কানে যে কথা– কানাকানি।
কূলের বিপরীত– প্রতিকূল।
কুষ্ঠনাশ করে যা– কুষ্ঠঘ্ন।
কুম্ভ করে যে– কুম্ভকার।
কলম রাখার খাপ– কলমদান।
কাজ চালানোর উপযুক্ত– চলনসই।
কন্যার পুত্র– দৌহিত্র।
কিছুতেই ছাড়ে না যে– নাছোড়বান্দা।
কোনো বিষয়ে সম্পূর্ণ না জেনে সকল বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান– পল্লবগ্রাহিতা।
কুকুরের ডাক– বুক্কন।
কোনো বিষয়ে যে শ্রদ্ধা হারিয়েছে– বীতশ্রদ্ধ।
কটিদেশের বস্ত্র, অলংকার প্রভৃতি– মেখলা।
কনুই থেকে বদ্ধ মুষ্টি পর্যন্ত পরিমাণ– রত্নি।
কপালে আঁকা তিলক– রসকলি।
কচি ঘাসে ঢাকা জমি/কচি তৃণাবৃত ভূমি– শাদ্বল।
কাগজের তৈরি– কাগজি, কাগুজে।
কৃষ্ণের ন্যায় কমনীয়– কৃষ্ণকান্ত।
কৃষি থেকে উৎপন্ন– কৃষিজ।
কেশ সম্বন্ধীয়– কৈশিক।
কোনো লেখনের ছেঁড়া অংশ– কুপন।
করার ইচ্ছা– চিকীর্ষা।
করতে ইচ্ছুক– চিকীর্ষু।
কোনো বিষয়ে সাময়িক উত্তেজনা– হুজুগ।
ক্ষমা পাবার যোগ্য– ক্ষমার্হ।
ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থাদি– খেসারত।
ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু থেকে সঞ্জাত– চতুর্ভৌতিক।
ক্ষুধার অল্পতা– অগ্নিমান্দ্য।
ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে যা– ক্ষয়িষ্ণু, ক্ষীয়মাণ।

ক্ষণস্থায়ী প্রভা যার– ক্ষণপ্রভা।
ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড কষ্ঠিকা।
ক্ষমা করার ইচ্ছা– তিতিক্ষা, চিক্ষমিষা।
ক্ষমা করতে ইচ্ছুক– তিতিক্ষু।

খ

খ্যাতি আছে যার– খ্যাতিমান।
খুব শীতও নয়, খুব উষ্ণও নয়– নাতিশীতোষ্ণ।
খেয়া পারাপার করে যে– পাটনি।
খাওয়ার যোগ্য নয় যা– অখাদ্য।
খেদ করছে এমন– খিদ্যমান।
খাবার ইচ্ছা– ক্ষুধা।
খুচরা ব্যয়– হাতখরচ।
খাত, নালা প্রভৃতির পার– পগার।
খুব দীর্ঘ নয়– নাতিদীর্ঘ, অনতিদীর্ঘ।
খেলায় পটু– খেলোয়াড়।
খাওয়ার উপযুক্ত– খাদ্য।
খরচের হিসাব যার নেই– বেহিসাবি।
খুশি করতে ইচ্ছুক– প্রিয়াচিকীর্ষু।
খাতাপত্র রাখার ঘর– দপ্তরখানা।
খনি থেকে উৎপন্ন– খনিজ।
খাদ নেই যাতে– নিখাদ।
খেলার জন্য ঘর– খেলাঘর।
খুব কাছে অবস্থিত– সন্নিকট।
খেজুরগাছের সারি– খর্জূরবীথি।
খেজুরগাছে সারি দিয়ে শোভিত পথ– খর্জূরবীথিকা।

গ

গ্রামে জাত– গ্রাম্য।
গান গাইতে পারে যে– গায়ক।
গোপন করার ইচ্ছা– জুগুপ্সা।
গ্রহণ বা স্বীকার না করা– প্রত্যাখ্যান।
গভীর ধ্বনি– মন্দ্র।
গোরুর দুধ হতে জাত– গব্য।
গোলা নিক্ষেপে নিপুণ যে– গোলন্দাজ।
গোলাপের মতো রং যার– গোলাপি।
গুণ নেই যার– নির্গুণ।
গ্রীবা সুন্দর যার– সুগ্রীব।
গ্রহণ করার ইচ্ছা– জিঘৃক্ষা।
গলায় বস্ত্র দিয়ে– গলবস্ত্র।
গ্রহণ করার যোগ্য– গ্রাহ্য, গ্রহণীয়।
গোপনে বা অন্যের অগোচরে বাস– অজ্ঞাতবাস।
গণনার অযোগ্য– নগণ্য।
গাড়ি চালায় যে– গাড়োয়ান।
গাছ থেকে পাড়া– গাছপাড়া।
গাছে পাকা– গাছপাকা।
গৃহে থাকে যে– গৃহস্থ।
গভীর রাত– নিশীথ।
গোরু রাখার স্থান– গোশালা, গোয়াল।
গ্রাম রক্ষণে নিযুক্ত– গ্রামিক।
গরম জল– উষ্ণোদক।
গাধায় টানা গাড়ি– খরযান।
গাধার বাসস্থান– খরশাল।
গঙ্গার অপত্য– গাঙ্গেয়।
গুরুগৃহে বাস– অন্তেবাসী।
গিরির কন্যা– গিরিজা।
গিরির স্ত্রী– গিরিজায়া।
গিন্নির মতো ভাব– গিন্নিপনা।
গজের মতো বিশালাকার– গজন্দর।
গিরিশে শয়ন করেন যিনি– গিরিশ।
গাধির পুত্র– গাধেয়।
গুরুর পত্নী– গুর্বী।
গুরুর বাসগৃহ– গুরুকুল।
গৃহস্থ আশ্রয়– গার্হস্থ্য।
গ্রন্থাগার রক্ষা করে যে– গ্রন্থাগারিক।
গুরুর ভাব– গরিমা।
গাছে উঠতে পটু যে– গেছো।
গো দোহনকারিণী কন্যা– দুহিতা।
গমনের ইচ্ছা– জিগমিষা।
গণনার যোগ্য নয় যা– নগণ্য।
গতিশীল ঢেউ– চলোর্মি।
গ্রন্থাদির অধ্যায়– সর্গ।
গ্রন্থাদির টীকা– দীপিকা।
গ্রন্থ সমাপ্তিতে কবির নাম, রচনাকাল প্রভৃতির উল্লেখ– পুষ্পিকা।
গমন করতে পারে যে– জঙ্গম।
গোবরে উৎপন্ন– গুবরে।

গ্রন্থ রাখার গৃহ– গ্রন্থাগার।
গোরুর ন্যায় মূর্খ– গোমূর্খ।
গাছের পাতায় তৈরি পাত্র– পত্রপুট।
গোপনে সংবাদ সংগ্রহকারী– গুপ্তচর।
গাধার ডাক– রাসভ।
গৃহের প্রধান প্রবেশপথ– দেহলি, দেউড়ি।
গোরুর চোখের মতো ছোটো বাতায়ন– গবাক্ষ।
গোপনে অবস্থান– অজ্ঞাতবাস।
গজের মুখের মতো মুখ– গজানন।
গৃহে আগত অজ্ঞাত ব্যক্তি– অতিথি।

ঘ

ঘন হয়েছে এমন– ঘনীভূত।
ঘাম থেকে জাত ছোটো ফুস্কুরি– ঘামাচি।
ঘরের অভাব– হাঘরে।
ঘোড়া রাখার স্থান– আস্তাবল, ঘোড়াশাল।
ঘি মাখা ভাত– ঘিভাত।
ঘোলার ভাব– ঘোলাটে।
ঘটকের কাজ– ঘটকালি।
ঘাসের মতো দেখতে গাছ– আগাছা।
ঘোড়ার ডাক– হ্রেষা।
ঘুমের জন্য কাতর– ঘুমকাতুরে।
ঘোড়ায় টানা গাড়ি– ঘোড়াগাড়ি, ঘোড়গাড়ি।
ঘোড়ার গাড়ির চালক– কোচওয়ান।
ঘোর অন্ধকার রাত্রি– তামসী, তমিস্রা।
ঘামের দ্বারা ভেজা– ঘর্মাক্ত।
ঘটনার বিবরণ দান– প্রতিবেদন।

চ

চার পা আছে যার– চারপেয়ে।
চেটে খেতে হয় যা– লেহ্য।
চোরা কারবার করে যে– চোরাকারবারি।
চাকার মতো আকৃতিবিশিষ্ট– চক্রাকার।
চোখে চোখে রাখা হয়েছে যাকে– নজরবন্দি।
চাঁদের ন্যায় সুন্দর মুখ যার– চাঁদমুখ।
চিন্তার অতীত যা– চিন্তাতীত।
চোখের সাহায্যে গৃহীত– গোচর।
চেষ্টা নেই যার– নিশ্চেষ্ট।
চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত– চাক্ষুষ।
চিরকাল ধরে স্থায়ী– চিরস্থায়ী।
চলার শক্তি– চলনশক্তি।
চিরকাল স্থায়ী নয় যা– নশ্বর।
চিকিৎসার যোগ্য বা সাধ্য– চিকিৎস্য।
চার মুখ যার– চতুর্মুখ।
চার রাস্তার মিলনস্থল– চৌরাস্তা।
চিবিয়ে খেতে হয় যা– চর্ব্য।
চৈত্র মাসের ফসল– চৈতালি।
চিরস্থায়ী নয় যা– অনিত্য, নশ্বর।
চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি দ্বারা যা জানতে পারা যায় না– অতীন্দ্রিয়।
চোখের কোণ– অপাঙ্গ।
চুষে খেতে হয় যা– চুষ্য।
চিৎ হয়ে শয়ন করে যে– ঊর্ধ্বশায়ী।
চোখে দেখা যায় যা– চাক্ষুষ।
চক্ষুলজ্জাহীন ব্যক্তি– চশমখোর।
চক্রের প্রান্তভাগ– চক্রধারা।
চিরকাল ধরে যা চলছে– চিরন্তন।
চামড়ার কাজ যার বৃত্তি– চামার/চর্মকার।
চক্রাকারে পরিভ্রমণ– চক্কর।
চন্দ্র সম্বন্ধীয়– চান্দ্র।
চাষার মতো– চাষাড়ে।
চোখে দেখা যায় যা– প্রত্যক্ষ।
চিত্তের তৃপ্তিদায়ক– দিলখোশ।
চিরকাল মনে রাখার যোগ্য– চিরস্মরণীয়।
চরাচরের সঙ্গে– সচরাচর।

ছ

ছন্দে নিপুণ যিনি– ছান্দসিক।
ছেঁড়া হয়েছে এমন– ছিন্ন।
ছল করে কান্না– মায়াকান্না।
ছেলে ধরে যে– ছেলেধরা।
ছুটছে যা– ছুটন্ত।
ছিন্ন শাখা যার– ছিন্নশাখ।
ছুতারের বৃত্তি– তক্ষণ।
ছয় মাস অন্তর– ষাণ্মাসিক।
ছেদনের যোগ্য– ছেদ্য।

ছলপূর্ণ উক্তি– ব্যাজোক্তি।
ছিন্ন বস্ত্র– চীর।
ছোটো ছোটো গল্প– গল্পসল্প।
ছয় চরণবিশিষ্ট ছন্দবিশেষ– ষট্‌পদী।
ছয়টি বিষয়ে পারদর্শী– ষড়ভিজ্ঞ।

জ, ঝ

জায়া ও পতি– দম্পতি।
জন্ম থেকে শুরু করে– আজন্ম।
জানার যোগ্য– জ্ঞাতব্য।
জহরতের কারবার করেন যিনি– জহুরি।
জলময় নিম্নভূমি– জলা।
জল পানের জন্য দেয় অর্থ– জলপানি।
জনবিরল বিশাল প্রান্তর– তেপান্তর।
জয় করার যোগ্য– বিজেয়।
জানার ইচ্ছা– জিজ্ঞাসা।
জানা নেই যা– অজ্ঞাত।
জন্মকাল হতে– জন্মাবধি।
জানা আছে যা– জ্ঞাত।
জীবন পর্যন্ত– আজীবন।
জুয়া খেলে যে– জুয়াড়ি।
জরাগ্রস্ত হয় না এমন– অজর।
জলবেষ্টিত ভূভাগ– দ্বীপ।
জীবিত থেকেও যে মৃত– জীবন্মৃত।
জয় করার ইচ্ছা– জিগীষা।
জানা যায় না যা– অজ্ঞেয়।
জ্বলজ্বল করছে যা– জাজ্বল্যমান।
জলে জন্মে যা– জলজ।
জলে স্থলে যে জন্তু বিচরণ করে– উভচর, উভয়চর।
জানু পর্যন্ত– আজানু।
জানু পর্যন্ত লম্বিত– আজানুলম্বিত।
জল দেখে ভয় পাওয়া– জলাতঙ্ক।
জয়সূচক যে উৎসব– জয়ন্তী।
জলবহুল স্থান– অনুপ, জলা।
জয় করার যোগ্য– জেয়।
জয় করা হয়েছে– জিত।
জানা উচিত– জ্ঞেয়।
জেনেও যে পাপ করে– জ্ঞানপাপী।
জীবনধারণের জন্য অবলম্বিত উপায় বা পেশা– জীবিকা।
জিভের দ্বারা যা উচ্চারিত হয়– জবানি।
জীবের অণু– জীবাণু।
জাহাজের খালাসি– লস্কর, লশকর।
জলে চরে যে– জলচর।
জতু নির্মিত গৃহ– জতুগৃহ।
জাদু দেখায় যে– জাদুকর।
জ্বলছে যা– জ্বলন্ত।
জ্ঞানের সঙ্গে বিদ্যমান– সজ্ঞান।
জটা আছে যার– জটাধর।
জন্মেনি যে– অজ।
ঝনঝন শব্দ– ঝংকার।
ঝড়ের মতো– ঝোড়ো।
ঝট করে টান– ঝটকা।
ঝড়ের প্রচন্ড ধাক্কা– ঝাপটা।
ঝগড়া করা স্বভাব যার– ঝগড়াটে।
ঝাড়মোছ হয় যার দ্বারা– ঝাড়ন।

ট, ঠ

টাকা তৈরি হয় এরূপ কারখানা– টাকশাল।
টোল পড়েনি এমন– নিটোল।
টাইমের বাইরে– বেটাইম।
ঠিক নয় যা– বেঠিক।
ঠান্ডায় পীড়িত– শীতার্ত।
ঠাকুরের ভাব– ঠাকুরালি।

ড, ঢ

ডুবে যাচ্ছে যা– ডুবন্ত।
ডাক বহন করে যে– ডাকহরকরা।
ডুব দিতে জানে যে– ডুবুরি।
ডিঙি বাইবার দাঁড়– বইঠা।
ঢাকায় প্রস্তুত– ঢাকাই।
ঢেউয়ের ফলে ছলাৎ ছল শব্দ– ছলচ্ছল।

টিপির মতো– ঢ্যাপসা।
ঢাক বাজায় যে– ঢাকি।
ঢোল বাজায় যে– ঢুলি।

ত, থ

তিন ফলের সমাহার– ত্রিফলা।
তুলা দিয়ে তৈরি– তুলট।
তটে বা তীরে অবস্থিত– তটস্থ।
তুমুল ঝগড়া– তুলকালাম।
ত্রাণ করে যে– ত্রাতা।
তুলনা করা যায় না যা– অতুলনীয়।
তন্তু দিয়ে বয়ন করে যে– তাঁতি।
তেজ আছে যার– তেজস্বী।
তিন রাস্তার সমাহার– তেমাথা।
তল স্পর্শ করা যায় না যার– অতলস্পর্শী।
তৃণাদি খেয়ে বাঁচে যা– তৃণভুক।
তা হতে প্রসূত বা জাত– তজ্জাত।
তিল থেকে জাত– তেল।
তিন বছর অন্তরে অনুসৃত– ত্রৈবার্ষিক।
তিন নদীর সংযোগস্থল– ত্রিবেণি।
তাল জ্ঞান নেই যার– তালকানা।
ত্বরায় গমন করে যে– তুরগ।
তির নিক্ষেপ করে যে– তিরন্দাজ।
তার মতো– তাদৃশ।
তরঙ্গ উঠেছে যাতে– তরঙ্গায়িত।
তোপের ধ্বনি– গুড়ুম।
তালু থেকে উচ্চারিত– তালব্য।
তনুর ভাব– তনিমা।
তন্তু থেকে জাত– তন্তুজ।
তিন ভাগের এক ভাগ– তেহাই।
তেজ আছে যার– তেজস্বী।
তস্করের কাজ– তাস্কর্য।
তবলায় নিপুণ– তবলচি।
তিল তিল করে আহৃত সৌন্দর্যে নির্মিত প্রতিমা– তিলোত্তমা।
ত্রিকাল দর্শন করেন যিনি– ত্রিকালদর্শী।
তিন নয়ন বা লোচন যার– ত্রিনয়ন, ত্রিলোচন।
ত্বরার সঙ্গে বর্তমান– সত্বর।
তর্ক করে যে– তার্কিক।
তৃণাদির গুচ্ছ– স্বম্ব।
ত্রাণ করেন যিনি– ত্রাতা।
তুমুল ঝগড়া– তুলকালাম।
তরল অথচ গাঢ়– সান্দ্র।
তুষের আগুনের মতো মর্মদাহী– তুষানল।
তেলে যা ভাজা হয়– তেলেভাজা।
তোমার মতো– ত্বাদৃশ।
তালগাছ থেকে আহৃত রস– তালকাঁড়ি।
থেমে থেমে চলার যে ভঙ্গি– ঠমক।
থাবার আঘাত– থাপড়।

দ

দোল দেওয়া হচ্ছে বা দুলছে এমন– দোলায়িত।
দার পরিগ্রহ করেনি যে– অকৃতদার।
দেখার যোগ্য– দর্শনীয়।
দীপ্তি পাচ্ছে যা– দীপ্যমান।
দেখতে ইচ্ছুক– দিদৃক্ষমাণ।
দেশের বিরোধিতা করে যে– দেশদ্রোহী।
দেশকে ভালোবাসেন যিনি– দেশপ্রেমিক।
দর্শনশাস্ত্র জানেন যিনি– দার্শনিক।
দ্রুপদের কন্যাসন্তান– দ্রৌপদী।
দুই বছর অন্তর ঘটে যা– দ্বিবার্ষিক।
দুধ দেয় যে– দুধালো।
দুই প্রকারের অর্থ যার– দ্ব্যর্থ।
দনুর পুত্র– দানব।
দিবসের মধ্যভাগ– মধ্যাহ্ন।
দীর্ঘ কর্ণ– কর্ণিল।
দ্বেষ করা হয়েছে যাকে– দ্বিষ্ট।
দুই পর্বতের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি– উপত্যকা।
দেওয়ার যোগ্য– দেয়।
দূর ভবিষ্যৎ দেখে না যে– অদূরদর্শী।
দেখা যাচ্ছে যা– দৃশ্যমান।
দূর ভবিষ্যৎ দেখতে পান যিনি– দূরদর্শী।
দুঃখের সাথে লাভ করা যায় যা– দুর্লভ।
দিনে একবার আহার করে যে– একাহারী।
দংশন করা হয়েছে এমন– দংশিত।
দেখা যায় না যা– অদৃশ্য।

দান করা হয় এমন– দাতব্য।
দিবসের প্রথম ভাগ– পূর্বাহ্ণ।
দান করতে ইচ্ছুক– দিৎসু।
দেখার ইচ্ছা– দিদৃক্ষা।
দমন করা যায় না যা– অদম্য।
দশরথের পুত্রসন্তান– দাশরথি।
দুবার ফল ধরে যে গাছে– দোফলা।
দুবার ফসল হয় যে জমিতে– দোফসলি।
দমন করা যায় না যাকে– অদম্য।
দুয়ের মধ্যে একটি– অন্যতর।
দার (স্ত্রী) পরিগ্রহ করেনি যে– অকৃতদার।
দেবতা থেকে উৎপন্ন বা দৈবজাত– আধিদৈবিক।
দ্বিতীয় সত্তা বা জোড়া নেই যার– অদ্বিতীয়।
দিবসের শেষ ভাগ– অপরাহ্ণ।
দীর্ঘ কর্ণ– কর্ণিল।
দ্বীপের সদৃশ– উপদ্বীপ।
দিনে একবার মাত্র আহার করে যে– একাহারী।
দারুণ মানসিক দুঃখ– অন্তর্দাহ।
দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত– দেবত্র।
দেহে, মনে ও কথায়– কায়মনোবাক্যে।
দিনের আলো ও রাতের অন্ধকারের সন্ধিক্ষণ– গোধূলি।
দশরথের অপত্য– দাশরথি।
দর্প নাশ করে যে– দর্পনাশী।
দ্বীপে জন্ম হয়েছে যার– দ্বৈপায়ন।
দন্ড দিবার যোগ্য– দন্ডনীয়, দন্ডার্হ।
দশ আনন যার– দশানন।
দুবার জন্ম হয় যার– দ্বিজ।
দ্বারে থাকে যে– দ্বারস্থ।
দূরের ঘটনা দেখা যায় যাতে– দূরদর্শন।
দেখা যাচ্ছে যা– দৃশ্যমান।
দোহনের যোগ্য– দোহনীয়।
দুরথীর যুদ্ধ– দ্বৈরথ।
দুই তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র– দোতারা।
দীক্ষার যোগ্য– দীক্ষণীয়।
দুগ্ধ ফেনার মতো শুভ্র– দুগ্ধফেননিভ।
গলানো হয়েছে যা– দ্রবীভূত।
দুই ভাষা জানে যে– দোভাষী।
দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থান– দোয়াব।
দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-জখম ইত্যাদির স্থান– অকুস্থল।
দৈনন্দিন জীবনের লিখিত বিবরণ– রোজনামচা।
দুবার বলা– দ্বিরুক্তি।
দূরকে দেখার যন্ত্র– দুরবিন।
দুঃখের যোগ– দুর্যোগ।
দয়া নেই যার– নির্দয়।
দীনের ভাব– দৈন্য।
দুহাতে সমান কাজ করতে পারে যে– সব্যসাচী।
দৃষ্টির অগোচরে– অদৃশ্য।
দুই বা তার বেশি তল আছে এমন অট্টালিকা– বালাখানা।
দুগ্ধবতী গাভি– পয়স্বিনী।

ধ

ধনসম্পত্তি আছে যার– ধনী।
ধন নেই যার– নির্ধন।
ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেছে যে– ধ্যানমগ্ন।
ধনুকের শব্দ– টংকার।
ধুলায় পরিণত– ধূলিসাৎ।
ধন জয় করেছেন যিনি– ধনঞ্জয়।
ধুলার মতো যার রং– পাংশুল।
ধোঁয়ার মতো বর্ণ– ধোঁয়াটে।
ধান্যাদি পরিমাপকারী– কয়ালি।
ধ্যানের যোগ্য– ধেয়।
ধ্যান করেন যিনি– ধ্যানী।
ধার করতে ইচ্ছুক– ঋণপ্রার্থী।
ধী আছে যার– ধীমান।
ধূম্র লোচন যার– ধূম্রলোচন।
ধুনা জ্বালানো হয় যে পাত্রে– ধুনাচি।
ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান– ধর্মিষ্ঠ।
ধনের দেবতা– কুবের।
ধ্যানে যিনি মগ্ন– ধ্যানস্থ।
ধারণ করে যা রাখে– ধর্ম।
ধীরে যে গমন করে– ধীরগামী, মন্দগামী।
ধারা ধরে যা চলে– ধারাবাহিক।
ধান মাড়াইয়ের পর যা অবশিষ্ট থাকে– খড়, বিচালি।

ন

নষ্ট হয় না যা– অবিনশ্বর।
নিজেকে হীন মনে করা– হীনম্মন্যতা।
নাভি পর্যন্ত লম্বিত হার– ললন্তিকা।
নৌকা জাহাজ প্রভৃতি চালায় যে– নাবিক।
নাচে যে মেয়ে– নর্তকী।
নিজেকে সামলাতে পারে না যে– অসংযমী।
নিন্দা করা যায় না যাকে– অনিন্দ্য।
ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত যিনি– নৈয়ায়িক।
নিবারণ করা কষ্ট– দুর্নিবার।
নিদ্রায় কাতর যে– নিদ্রাতুর।
নদী মাতা যার– নদীমাতৃক।
নিষ্ঠাভরে নিয়ম মেনে চলে যে– নিয়মনিষ্ঠ।
নেই শোক যার– অশোক।
নগরের উপকণ্ঠে– উপনগর।
নীলবর্ণ বানর– উল্লুক।
নেই শোক যার– অশোক।
নিজেকে হত্যা করে যে– আত্মঘাতী।
নামাজ পড়ার উদ্দেশে পবিত্র আহ্বান– আযান।
নির্ভুল মুনিবাক্য– আপ্তবাক্য।
নিকৃষ্ট ব্যক্তি– অজন।
নিজেকে সামলাতে পারে না যে– অসংযমী।
নিবারণ করা যায় না যা– অনিবার্য।
নাড়িজ্ঞান নেই যার– আনাড়ি।
নলের আকারে জমানো বরফ– কুলফি।
নদী পার হওয়ার নির্দিষ্ট স্থান– খেয়াঘাট।
নিন্দা করার ইচ্ছা– জুগুপ্সা।
নির্ধারিত সময়– ওয়াদা।
নাটকের পাত্রপাত্রী– কুশীলব।
নিয়ত বা সহজে কাঁদে যে– কাঁদুনে, ছিঁচকাঁদুনে।
নিন্দার যোগ্য– নিন্দনীয়।
নূপুরের ধ্বনি– নিক্বণ।
নৌ চলাচলের যোগ্য– নাব্য।
নিন্দিত হয়েছে যা– জুগুপ্সিত।
নমস্কারের যোগ্য– নমস্য।
ননদের স্বামী– নন্দাই।
নিত্য আনন্দ যার– নিত্যানন্দ।
নিজেকে পণ্ডিত মনে করে যে– পণ্ডিতমানী, পণ্ডিতম্মন্য।
নিজেকে হীন মনে করা– হীনম্মন্যতা।
নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে– নিদাঘ।
নীর দান করে যে– নীরদ।
নিজেকে ধন্য মনে করে যে– ধন্যম্মন্য।
ন্যায্য প্রাপ্য– হক।
নিষ্কাশিত সারবস্তু– নির্যাস।
নিচে জল আছে যার– অন্তঃসলিলা।
নবপ্রসূতা গাভি– ধেনু।
নদী মেখলা যে দেশের– নদীমেখলা।
নষ্ট হওয়াই স্বভাব যার– নশ্বর।
নবোদিত সূর্যের আলো– প্রভাতকিরণ।

প

পরিমিত কথা বলে যে– মিতভাষী।
পরিমাণ করা যায় না এমন– অপরিমেয়।
পুত্র নেই যার– অপুত্রক।
পূর্বকাল সম্পর্কিত– প্রাক্তন।
পূর্বে ছিল কিন্তু এখন আর নেই– ভূতপূর্ব।
পথের রাজা– রাজপথ।
পঙ্কে জন্মে যা– পঙ্কজ।
পরের অন্ন খেয়ে বেঁচে থাকে যে– পরান্নভোজী।
পরের ওপর নির্ভরশীল যে– পরমুখাপেক্ষী।
পাওয়ার ইচ্ছা– ঈপ্সা।
পাখির কলরব– কূজন, কাকলি।
পাড়াগাঁয়ে বাস করে যে– পাড়াগেঁয়ে।
পরিহাসের যোগ্য– পরিহাসনীয়।
পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারে যে– জাতিস্মর।
পূর্বে অন্যের বাগদত্তা বা স্ত্রী ছিল এমন– অন্যপূর্বা।
পরের সাহায্যে জীবিকানির্বাহ করে যে– পরোপজীবী।
প্রাণ পর্যন্ত পণ করে কার্যসাধনের সংকল্প– প্রাণপণ।
প্রতিকার করার ইচ্ছা– প্রতিচিকীর্ষা।
পা থেকে মাথা পর্যন্ত– আপাদমস্তক।
প্রিয় কথা বলে যে নারী– প্রিয়ংবদা।
পুনঃপুন দুলছে যে– দোদুল্যমান।
পুরাকালের বিষয়ে অবগত যিনি– পুরাতাত্ত্বিক।
পর্বতে উৎপন্ন– পার্বত্য।
পাঠ করা হয়েছে এমন– পঠিত।
পাঠ করতে হয় বা হবে এমন– পাঠ্য।

পাথরে পরিণত হয়েছে যা– প্রস্তরীভূত।
পান করতে ইচ্ছুক– পিপাসু।
পানের অযোগ্য– অপেয়।
প্রবেশ করার ইচ্ছা– বিবিক্ষা।
পথের সম্বল– পাথেয়।
পট আঁকে যে– পটুয়া।
পথ দেখায় যে– পথপ্রদর্শক।
পলক পড়ে না যাতে– অপলক।
প্রথম স্ত্রী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ– অধিবেদন।
প্রবন্ধ রচনা করেন যিনি– প্রাবন্ধিক।
পণ্ডিত হয়েও যিনি মূর্খ– পণ্ডিতমূর্খ।
প্রিয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ– প্রিয়তম।
প্রেম আছে যে নারীর– প্রেমময়ী।
পূর্বে চিন্তা করা হয়নি– অচিন্তিতপূর্ব।
পূর্বে যা ঘটেনি– অভূতপূর্ব।
পূর্বে যা শোনা যায়নি– অশ্রুতপূর্ব।
পূর্বে যা দেখা যায়নি– অদৃষ্টপূর্ব।
প্রদীপ শীর্ষের কালি– অঞ্জন।
প্রথমে জন্মেছে যে– অগ্রজ।
পরে জন্মেছে যে– অনুজ।
পরাজিত করা যায় না যা– অপরাজেয়।
পলক পড়ে না যাতে– অপলক।
প্রতিবিধান করা যায় না– অপ্রতিবিধেয়।
পশ্চাতে গমন করে যে– অনুগামী।
পতিপুত্রহীনা নারী– অবীরা।
পরিমাণ করা যায় না যা– অপরিমেয়।
প্রথমে মধুর কিন্তু পরিণামে নয়– আপাতমধুর।
পশুহত্যা করে যে– কসাই।
পুনঃপুন ঘা খেয়ে অভিজ্ঞ হয়েছে যে– ঘাগী।
পেতে ইচ্ছা হয় যা– কাম্য।
পরস্পরে আলিঙ্গান– কোলাকুলি।
পুরুষের উদ্দাম নৃত্য– তাণ্ডব।
পরের ভালো যে দেখতে পারে না– পরশ্রীকাতর।
পরিধেয়ের দ্বারা নিজেকে গোপন করে রাখে যে– ছদ্মবেশী।
পেটের পীড়া ও তৎসহ জ্বর– জ্বরাতিসার।
পা দিয়ে পান করে যে– পাদপ।
প্রিয় কাজ করতে ইচ্ছা– প্রিয়চিকীর্ষা।
প্রতিবিধান করার ইচ্ছা– প্রতিবিধিৎসা।
পাখির ডানা ঝাপটা– পাখসাট।
পুষ্প চন্দনাদি থেকে উত্থিত গন্ধ– পরিমল।
পান করার ইচ্ছা– পিপাসা।
পরিণাম চিন্তা করে যে কাজ করে– পরিণামদর্শী।
প্রভাতে গেয় সংগীত– প্রভাতী।
পাতা দিয়ে ছাওয়া ঘর– পর্ণশালা।
পুরুরাজের বংশজাত– পৌরব।
পিতামহের পিতা– প্রপিতামহ।
পট শব্দকারী আতশবাজি– পটকা।
পান করার যোগ্য– পেয়।
পায়ে হেঁটে যে গমন করে না– পন্নগ।
পয় আছে যার– পয়মন্ত।
পুত্র লাভের আশায় যজ্ঞ– পুত্রেষ্টি।
পায়ে হাঁটা– পদব্রজ।
পড়ার উপযুক্ত– পঠিতব্য।
পা মোছার জন্য আস্তরণ– পাপোশ।
পাঁচ মিশালি মসলা– পাঁচফোড়ন।
পতিব্রতার ধর্ম– পতিব্রত্য।
পথিকদের আহারাদি করার গৃহ– পান্থশালা।
পারে গমন করে যে– পরাগ।
পূর্বে ছিল, এখন নেই– ভূতপূর্ব।
পুরুষের কর্ণভূষণ– বীরবৌলি।
প্রভাতের নবোদিত সূর্য– বালার্ক, বালসূর্য।
পরিমিত ব্যয় করে যে– মিতব্যয়ী।
পরিব্রাজকের ভিক্ষা– মাধুকরী।
প্রায় মৃত– মৃতকল্প।
পরিমিত কথা বলে যে– মিতভাষী, বিতবাক।
পুনঃপুন দীপ্তি পাচ্ছে– দেদীপ্যমান।
পরের ছিদ্র অন্বেষণ করা স্বভাব যার– ছিদ্রান্বেষী।
পুনঃপুন রোদন করছে যে– রোরুদ্যমান।
পূর্ণিমার চাঁদ– রাকা।
পরিমিত আহার করে যে– মিতাহারী।
পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে পালিত উৎসব– রজতজয়ন্তী।

ফ

ফিকে কমলালেবুর রংযুক্ত– বাসন্তী।
ফুলের মতো অগ্নিকণা– স্ফুলিঙ্গ।
ফেলে দেওয়ার যোগ্য– ফেলনা।

ফুরায় না যা– অফুরন্ত।
ফুল দিয়ে তৈরি গহনা– পুষ্পাভরণ।
ফুল থেকে জাত– ফুলেল।
ফল প্রসব করে যা– ফলপ্রসূ।
ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়– ওষধি।
ফাঁকি দেওয়া যার স্বভাব– ফাঁকিবাজ।
ফেলে দেওয়া হচ্ছে এমন– পাত্যমান।
ফুটছে এমন– ফুটন্ত।
ফুল সাজিয়ে রাখা হয় যে পাত্রে– ফুলদানি।
ফল ধরে না এমন– নিষ্ফলা।
ফুলের রস– পুষ্পসার।
ফুলের বাইরের আবরণ– বৃতি।
ফেনাসহ বর্তমান– সফেন।

ব

বাক্যে পন্ডিত যিনি– বাগ্‌বিদগ্ধ।
বালকের অহিত– বালাই।
বায়ু আহার করে জীবন ধারণ করে যে– বায়ুজীবী।
বহুর মধ্যে প্রধান– শ্রেষ্ঠ।
বীর সন্তান প্রসব করে যে নারী– বীরপ্রসূ।
বহু নারীর স্বামী বা প্রিয় ব্যক্তি– বহুবল্লভ।
বেশি কথা বলে যে– বাচাল।
বোকার মতো– বোকাটে।
বেদ জানেন যিনি– বেদজ্ঞ।
বেঁচে আছে যা– জীবন্ত।
বশ মানানো যায় এমন– বশ্য।
বলা হয়েছে যা– উক্ত।
বাল্যকাল অতীত করেনি এমন– অনতীতবাল্য।
বাস্তু থেকে উৎখাত হয়েছে যে বা যারা– উদ্‌বাস্তু।
বপন করা হয়েছে এমন– উপ্ত।
বহুলোকের সমাবেশ– জনতা।
বর্ণমালার পারম্পর্য রক্ষা করে– বর্ণানুক্রমিক।
বহুরূপ মূর্তি ধারণ করে যে– বহুরূপী।
বায়ু ভক্ষণ করে যে– বায়ুভুক।
বাঘের চামড়া– কৃত্তি।
বারো মাসের কাহিনি– বারোমাসি।
বিদেশে থাকে যে– প্রবাসী।
বিশ্বজনের হিতকর– বিশ্বজনীন।
বুদ্ধের উপাসনা করেন যিনি– বৌদ্ধ।
বমন করার ইচ্ছা– বিবমিষা।
বন্দনার যোগ্য– বন্দনীয়।
বীণার ধ্বনি– ঝংকার।
বিবেচনার যোগ্য– বিবেচ্য।
বিরোধ বা মতভেদ নেই এমন– অবিসংবাদিত।
বিশেষ খ্যাতি আছে যার– বিখ্যাত।
বিজ্ঞান জানেন যিনি– বিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক।
বিলাপ করছে যে– বিলাপকারী।
বিহঙ্গের কলরব– কূজন, কাকলি।
বলার ইচ্ছা– বিবক্ষা।
বলা হয়নি যা– অনুক্ত।
বরণ করার যোগ্য– বরণীয়।
ব্যবহার করার যোগ্য– ব্যবহর্তব্য।
বিপদের ভয় আছে এমন– বিপজ্জনক।
বুকে হেঁটে গমন করে যে– উরগ।
বহুর মধ্যে একটি– অন্যতম।
বসন আলগা যার– অসংবৃত।
বর্ণনা করা যায় না যা– অবর্ণনীয়।
বৃহৎ অরণ্য– অরণ্যানী।
বসে আছে যে– আসীন, উপবিষ্ট।
বাল্যে প্রৌঢ়তুল্য আচরণকারী– ইঁচড়ে পাকা।
বোধ নেই যার– অবোধ, নির্বোধ।
বাতাসে উবে যায় এমন– উদ্বায়ী।
বঙ্গদেশের সমীপস্থ দেশ– উপবঙ্গ।
বচনে কুশল– বাগ্মী।
বিবাদ করে যে– বিবদমান।
বয়সে সবচেয়ে ছোটো যে– কনিষ্ঠ।
বীজ বপনের উপযুক্ত সময়– জো।
বাঁচতে ইচ্ছা– জিজীবিষা।
বেদ সম্বন্ধীয়– বৈদিক।
বনের অগ্নি– দাবানল, দাবাগ্নি।
বিদ্যা আছে যার– বিদ্বান।
যে গাছে ফুল হয় না, কিন্তু ফল হয়– বনস্পতি।
বীরের ভাব– বীরত্ব।
বর্ণ চুরি করে যে– বর্ণচোরা।
ব্যাকরণ জানেন যিনি– বৈয়াকরণ।

বিগত মন যার– বিমনা।
বোনের বর– বোনাই।
বিহায়সে (আকাশে) গমন করে যে– বিহগ, বিহঙ্গ।
বৃদ্ধি পাওয়া যার স্বভাব– বর্ধিষ্ণু।
বিদেশে থাকে না যে– অপ্রবাসী।
বিজয় লাভ করার বাসনা– বিজিগীষা।
বেলাভূমিকে অতিক্রম– উদ্বেল।
বিষ্ণুর চক্র– সুদর্শন।
বাড়ছে যা– বাড়ন্ত, বর্ধমান।
বহু দেখেছে যে– ভূয়োদর্শী, বহুদর্শী।
বিধিকে অতিক্রম না করে– যথাবিধি।
বলা হতে যাচ্ছে বা হবে– বক্ষ্যমাণ।
বরণের যোগ্য যিনি– বরেণ্য।
বিলুপ্ত হচ্ছে– বিলীয়মান।
বাক্যের দ্বারা কৃতকলহ– বচসা।
বিশেষভাবে দর্শন– বীক্ষণ।
বহু সন্তানের জননী– ষষ্ঠীবুড়ি।
বিচিত্র রঙের ফুলকিযুক্ত আতশবাজি– রংমশাল।
বশে এসেছে এমন– বশীভূত।
বলা উচিত নয় যা– অকথ্য, অবক্তব্য, অবাচ্য।

ভ

ভয় নেই যার– নির্ভীক।
ভোজন করার ইচ্ছা– বুভুক্ষা।
ভাড়া দিয়ে বাস করে যে– ভাড়াটে।
ভাগ করা হচ্ছে এমন– অংশ্যমান।
ভ্রমরের শব্দ– গুঞ্জন।
ভেতরে সার নেই যার– অসার।
ভূ বা মাটিতে চরে যে– ভূচর।
ভাবা যায় না যা– অভাবনীয়।
ভাসছে যা– ভাসমান।
ভূকেন্দ্রের মুখে জড়পদার্থের আকর্ষণ– অভিকর্ষ।
ভবিষ্যতে যা ঘটবে– ভবিতব্য।
ভগিনীর পুত্র– ভাগিনেয়।
ভেতর থেকে গোপনে ক্ষতিসাধন– অন্তর্ঘাত।
ভিক্ষার অভাব– দুর্ভিক্ষ।
ভ্রাতাদের মধ্যে সম্প্রীতি– সৌভ্রাত্র।
ভূত নামায় যে– ওঝা।
ভূমিতে চরে যে– ভূচর।
ভ্রাতার পুত্রসন্তান– ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতৃব্য।
ভগীরথের আনীত নদী– ভাগীরথী।
ভরণের যোগ্য– ভৃত্য।
ভস্মে পরিণত হয়েছে যা– ভস্মীভূত।
ভ্রমণ করা স্বভাব যার– ভ্রমর।
ভগ্ন শাখা যার– ভগ্নশাখ।
ভস্মে পরিণত হয়েছে– ভস্মীভূত।

ম

মজা আছে যাতে– মজাদার।
মনে যার জন্ম– মনসিজ।
মৃতের মতো অবস্থা যার– মুমূর্ষু।
মমতা নেই যার– নির্মম।
মাথা পেতে নেওয়ার যোগ্য– শিরোধার্য।
মান আছে যার– মানী।
মাটি ভেদ করে ওঠে যা– উদ্ভিদ।
ময়ূরের ডাক– কেকা।
মর্ম স্পর্শ করে যা– মর্মস্পর্শী।
মরবার ইচ্ছা– মুমূর্ষা।
মঞ্জুর করা হয়নি যা– নামঞ্জুর।
মশাল বহন করে যে– মশালচি।
মনকে জয় করছে যে– মনোজিৎ।
মাসের শেষ দিন– সংক্রান্তি।
মায়া জানেন যিনি– মায়িক।
মায়া জানেন না যিনি– অমায়িক।
মায়া থেকে মুক্ত– অতিমায়।
মর্মকে ভেদকারী– মর্মভেদী।
মাথার খুলি– করোটি।
মরে না যে– অমর।
মনোগত ইচ্ছা– ঈপ্সিত।
মরণের জন্য অনশন– প্রয়োপবেশন।
ময়ূরের পুচ্ছ বিস্তার– পেখম।
মেঘের মতো শ্যাম– ঘনশ্যাম।
মেঘের গর্জন– জীমূতমন্দ্র।
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক– মুমুক্ষু।
মজুদ করে যে– মজুদদার।

মর্মে বেদনা দেয় যা– মর্মান্তিক, মর্মন্তুদ।
মন্থন করা হয়েছে– মথিত।
মনে মনে করা অঙ্ক– মানসাঙ্ক।
মিত্রের ভাব– মৈত্রী।
মহতের ভাব– মহত্ত্ব।
মিতার ভাব– মিতালি।
ময়ূরের কণ্ঠের রং যার– ময়ূরকণ্ঠী।
মেধা আছে যার– মেধাবী।
মধু পান করে যে– মধুপ।
মধু করে যে– মধুকর।
মমতা নেই যার– নির্মম।
মন হরণ করে যা– মনোহর।
মাটি দিয়ে তৈরি– মেটে, মৃন্ময়।
মুগ্ধ করে যে নারী– মোহিনী।
মীনের (মৎস্যের) ন্যায় অক্ষি যার (স্ত্রী)– মীনাক্ষী।
মন্দ অভ্যাস– কু অভ্যাস।
মাথায় টাক– খলতি।
মধুর গন্ধযুক্ত– সুগন্ধি।
মাছি প্রবেশ করতে পারে না যেখানে– নির্মক্ষিক।
মৃৎ অঙ্গ যার– মৃদঙ্গ।
মুসলমান পণ্ডিত– উলেমা।
মূল্যবান জিনিসপত্র রাখার ভান্ডার– তোশাখানা।
মনে মনে বিচার-বিশ্লেষণ করা– তোলাপাড়া।

য

যা দমন করা কষ্টকর– দুর্দমনীয়।
যা বলার যোগ্য নয়– অকথ্য।
যা আঘাত পায়নি– অনাহত।
যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে– বর্ধিষ্ণু।
যা সম্পন্ন করতে বহু ব্যয় হয়– ব্যয়বহুল।
যা উদিত হচ্ছে– উদীয়মান।
যা পূর্বে শোনা যায়নি– অশ্রুতপূর্ব।
যা ক্রমশ ক্ষয় পাচ্ছে– ক্ষীয়মাণ।
যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে– বর্ধমান।
যা তর্কের অতীত– তর্কাতীত।
যা মৃত্তিকা দ্বারা তৈরি– মৃন্ময়।
যা যুক্তিসংগত নয়– অযৌক্তিক।
যা দেখা যায়নি– অদৃষ্ট।
যা বোঝা কঠিন– দুর্বোধ্য।
যা কোনো কাজের নয়– অকেজো।
যা শোভা পায় না– অশোভন।
যা চেটে খাওয়া হয়– লেহ্য।
যা করা উচিত– কর্তব্য।
যা করা কঠিন– দুষ্কর।
যা লঙ্ঘন করা উচিত নয়– অলঙ্ঘনীয়।
যা শব্দ করছে– শব্দায়মান।
যা শরৎকালে জন্মে– শারদীয়।
যা স্থলে চরে– স্থলচর।
যা অর্থের ওপর নির্ভর করে না– অর্থনিরপেক্ষ।
যা দিয়ে লেখা যায়– লেখনী।
যা পঙ্ক হতে জাত– পঙ্কজ।
যা পান করা যায়– পানীয়।
যা ঘূর্ণিত হচ্ছে– ঘূর্ণায়মান।
যা সাধারণ নয়– অসাধারণ।
যা সহজে চিকিৎসার দ্বারা ভালো হয় না– দুশ্চিকিৎসা।
যা সহজে মরে না– দুর্মর।
যা সহজে লাভ করা যায়– সহজলভ্য।
যা চুষে খাওয়া হয়– চোষ্য।
যা চলে না– অচল।
যা চলছে– চলমান।
যা জয় করা যায় না– অজেয়।
যা কাঁপছে– কম্পমান।
যা লোকে বিদিত নয়– অলৌকিক।
যা লাফিয়ে চলে– প্লবগ।
যা সরোবরে জাত– সরোজ।
যা শিরে ধারণ করবার যোগ্য– শিরোধার্য।
যা বলা উচিত নয়– অবাচ্য।
যা বালকের মধ্যেই সুলভ– বালকসুলভ।
যা বহুকাল থেকে চলে আসছে– চিরন্তন।
যা ওঠানো হয়েছে– উত্তোলন।
যা ক্ষণিকের জন্য স্থায়ী– ক্ষণস্থায়ী।
যা হৃদয় বিদীর্ণ করে– হৃদয়বিদারক।
যা নিভে না– অনির্বাণ।
যে কখনো মরে না– অমর।
যে শুনেই মনে রাখতে পারে– শ্রুতিধর।
যে রব শুনে এসেছে– রবাহূত।

যে গাছে ফল ধরে, কিন্তু ফুল ধরে না– বনস্পতি।
যে নারীর কোনো সন্তান হয় না– বন্ধ্যা।
যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ– শ্বাপদসংকুল।
যে সকল অত্যাচারই সয়ে যায়– সর্বংসহা।
যে গাছ অন্য গাছকে আশ্রয় করে বাঁচে– পরগাছা।
যে কিছুই পরোয়া করে না– বেপরোয়া।
যে বর আগে আরও দুবার বিয়ে করেছে– তেজবর।
যে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নেই– অনুর্বর।
যে মাংসের ব্যাবসা করে– মাংসিক।
যে মরবেই– মরণশীল।
যে যুদ্ধ করে– যোদ্ধা।
যে দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে– মুক্তিযোদ্ধা।
যে সেবা করছে– সেব্যমান।
যে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে না বা, দেখে না– অপরিণামদর্শী।
যে আগে সংবাদ দেয়– অগ্রদূত।
যে বিমান বোমা বর্ষণ করে– বোমারুবিমান।
যে নিজের ভালো-মন্দ বুঝে না– নির্বোধ।
যে দিনভর ঘুরে বেড়ায়– ভবঘুরে।
যে নারীর রূপ আছে– রূপসি।
যে নারীর হাসি সুন্দর– সুহাসিনী।
যে নারীর সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে– নবোঢ়া।
যে নারী সাগরে বিচরণ করে– সাগরিকা।
যে নারী দেখতে সুন্দরি– সুদর্শনা।
যে নারীর বল নেই– অবলা।
যে নারী কখনো সূর্য দেখেনি– অসূর্যম্পশ্যা।
যে নারীর নয়ন সুন্দর– সুনয়না।
যে নারীর সুন্দর দাঁত আছে– সুদন্তী।
যে নারীর সন্তান নেই– নিঃসন্তান।
যে নারীর স্বামী বর্তমান– সধবা।
যে স্তন্য পান করে– স্তন্যপায়ী।
যে স্ত্রীর বশীভূত– স্ত্রৈণ।
যে সহজে রেগে যায়– রগচটা।
যে সুন্দরীর নিন্দা করা যায় না– অনিন্দ্যসুন্দরী।
যে সত্য কথা বলে– সত্যবাদী।
যে নারী অপরের দ্বারা পালিত– পরভৃত।
যে অন্যের গুণের সমাদর করে– গুণগ্রাহী।
যে গাছ কোনো কাজে লাগে না– আগাছা।
যে পুরুষ বিয়ে করেছে– কৃতদার।

যে ঘাস খায়– তৃণভোজী।
যে হিত কামনা করে– হিতৈষী।
যে ভদ্র ব্যবহার জানে না– অভদ্র।
যে মাংস খায়– মাংসাশী।
যে রাতে চোখে দেখে না– রাতকানা।
যে ভূমিতে ফসল জন্মে না– ঊষর।
যে নৌকা দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করে– মাঝি।
যে সম্পত্তি স্থানান্তর করা যায় না– স্থাবর।
যে সাপ ধরতে পটু বা দক্ষ– সাপুড়ে।
যে সংবাদ বহন করে– দূত।
যে জামাই শ্বশুরঘরে থাকে– ঘরজামাই।
যে সহজে ভয় পায়– ভীরু।
যে স্বামীর স্ত্রী বিদেশে থাকে– প্রবাসপত্নীক।
যেখানে লোকজন বাস করে– লোকালয়।
যে বাহির থেকে এসেছে– বহিরাগত।
যে পড়ে– পড়ুয়া।
যে বিবেচনা না করে কাজ করে– অবিবেচক।
যে পরম প্রিয় কথা বলে– প্রিয়ভাষী।
যে শব্দ বাধা পেয়ে ফিরে আসে– প্রতিধ্বনি।
যার বিশেষ খ্যাতি আছে– বিখ্যাত।
যার পীড়া হয়েছে– পীড়িত।
যার আকার কুৎসিত– কদাকার।
যার বিশেষ খ্যাতি আছে– বিখ্যাত।
যার কোনো উপায় নেই– নিরুপায়।
যার উপস্থিত বুদ্ধি আছে– প্রত্যুৎপন্নমতি।
যার কোনোকিছু থেকেই ভয় নেই– অকুতোভয়।
যার দোষ নেই– নিরপরাধ।
যার মাথায় টাক পড়েছে– টেকো।
যার কলা জানা আছে– কলাবিদ।
যার সীমা আছে– সসীম।
যার দুই মুখ– দ্বিমুখী।
যার কিছু নেই– অকিঞ্চন।
যার বংশপরিচয় কেউই জানে না– অজ্ঞাতকুলশীল।
যার অন্য কোনো উপায় নেই– অনন্যোপায়।
যার ইমান আছে– ইমানদার।
যার গুণ আছে– গুণী।
যার অক্ষরজ্ঞান নেই– নিরক্ষর।
যার ধর্ম আছে– ধার্মিক।

যার নাম কেউ জানে না– অজ্ঞাতনামা।
যার দ্বিতীয় বা সদৃশ নেই– অদ্বিতীয়।
যার বহু মুখ– বহুমুখী।
যার লোভ নেই– নির্লোভ।
যার রোগ হয়েছে– রুগ্ণ।
যার মেধা আছে– মেধাবী।
যার রসবোধ আছে– রসিক।
যার যশ আছে– যশস্বী।
যার মা-বাবা নেই– এতিম।
যার বয়স বেশি হয়নি– অপরিণতবয়স্ক।
যার বালকত্ব ঘুচেছে– সাবালক।
যার বুদ্ধি আছে– বুদ্ধিমান।
যার চোখে লজ্জা নেই– চশমখোর।
যার গন্ধ ভালো– সুগন্ধি।
যার সীমা নেই– অসীম।
যার ধ্বংস নেই– অবিনশ্বর।
যার দয়া নেই– নির্দয়।
যিনি শ্রদ্ধার যোগ্য– শ্রদ্ধেয়।
যিনি বলেন– বক্তা।
যিনি অনেক দেখেছেন– বহুদর্শী।
যিনি বিচার করেন– বিচারক।
যিনি সবকিছু জানেন– সবজান্তা।
যিনি কর্মের তত্ত্বাবধান করেন– কর্মকর্তা।
যিনি অভিনয় করেন– অভিনেতা।
যিনি বিদ্যা লাভ করেছেন– কৃতবিদ্য।
যিনি দেখেন– দর্শক।
যিনি অঙ্ক জানেন– অঙ্কবিদ।
যা স্বীকার করা যায় না– অনস্বীকার্য।
যা গলে যায় না– অদ্রব।
যা হতে পারে না– অসম্ভব।
যে ভূমি উর্বর নয়– অনুর্বর।
যে মেয়ের বিয়ে না দিয়ে আর রাখা যায় না– অরক্ষণীয়া।
যে এক বংশীয় নয়– অজ্ঞাতি।
যা দগ্ধ হয় না– অদাহ্য।
যুদ্ধে পরাস্ত করা যায় না যে ভূমিকে– অযোধ্যা।
যে বস্তু অপচয় হচ্ছে– অপচীয়মান।
যা দেওয়া যায় না– অদেয়।
যা অষ্টপ্রহর পরার যোগ্য– আটপৌরে।
যার পঞ্জরাস্থি ক্ষীণ– উনপাঁজুরে।
যে নারী অন্যের নিন্দা করে– অসূয়া।
যার দিক থেকে চক্ষু ফেরানো যায় না– অসেচনক।
যা বিনষ্ট হয় না– অবিনশ্বর।
যিনি অধ্যাপনা করেন– অধ্যাপক।
যার ঘ্রাণ পূর্বে কখনো নেওয়া হয়নি– অনাঘ্রাতপূর্ব।
যে সম্পত্তি স্থানান্তরিত করা যায়– অস্থাবর।
যা অর্জন করা হয়েছে– অর্জিত।
যা লোকে বিদিত নয়– অলৌকিক।
যা মাটি ভেদ করে উঠেছে– উদ্ভিদ।
যে গাছের বিস্তর ছায়া হয়– ছায়াতরু।
যা আরোহণ করতে কষ্ট হয়– দুরারোহ।
যা উচ্চারণ করা যায় না– অনুচ্চার্য।
যা ভাবা হয়নি– অভাবিত।
যা শোভা পায় না– অশোভন।
যা অনায়াস সাধ্য– ঈষৎকার।
যেখানে মৃত গোরু ফেলা হয়– ভাগাড়।
যা সঞ্চিত– উপচীয়মান।
যে হাত জোড় করেছে– কৃতাঞ্জলি।
যে বালিতে পা দিলে ডুবে যেতে হয়– চোরাবালি।
যা কর্ষণ করা হচ্ছে– কৃষ্ট।
যে কর্মচারী গ্রামের জমিজমা ইত্যাদির হিসাব রাখেন– কানুনগো।
যা কাঁপছে– কম্পমান।
যার শুভক্ষণে জন্ম– ক্ষণজন্মা।
যা করা উচিত– কর্তব্য।
যে ব্যক্তি গুণীর আদর করে– গুণগ্রাহী।
যা সহজে পোড়ানো যায়– দাহ্য।
যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের বৃত্তান্ত জানেন– ত্রিকালজ্ঞ।
যাকে সহজে জয় করা যায় না– দুর্জয়।
যা সহজে পাওয়া যায় না– দুষ্প্রাপ্য।
যা শুনলে দুঃখ দূর হয়– দুঃশ্রব।
যা বেঁচে আছে– জীবন্ত।
যা গতিশীল– জঙ্গাম।
যে বেঁচে থেকেও মৃতবৎ– জীবন্মৃত।
যেখানে অবগাহন করা দুঃসাধ্য– দুরবগাহ।
যা গমন করে না– নগ।
যা সহজে মরে না– দুর্মর।

যা সহজে দমন করা যায় না– দুর্দম।
যা সহজে হজম করা যায় না– দুস্পাচ্য।
যা সহজে জানা যায় না– দুর্জ্ঞেয়।
যে কাজ করতে দেরি করে– দীর্ঘসূত্রী।
যা সহ্য করা যায় না– দুর্বিষহ।
যার এখনও বালকত্ব কাটেনি– নাবালক।
যার স্ত্রী মারা গেছে– বিপত্নীক।
যার স্পৃহা দূর হয়েছে– বীতস্পৃহ।
যাকে শাসন করা দুঃসাধ্য– দুঃশাসন।
যার উপমা নেই– নিরুপম।
যার মমতা নেই– নির্মম।
যার জন্য কর দিতে হয় না– নিষ্কর।
যার কীর্তি শ্রবণে পুণ্য জন্মে– পুণ্যশ্লোক।
যার পর আর কিছুই নেই– যৎপরোনাস্তি।
যুবতী জায়া যার– যুবজানি।
যার যশ আছে– যশস্বী।
যিনি যুদ্ধে স্থির থাকেন– যুধিষ্ঠির।
যার অনুরাগ দূর হয়েছে– বীতরাগ।
যে নারী প্রিয় বাক্য বলে– প্রিয়ংবদা।
যে নদীর জল পুণ্যদায়ক– পুণ্যোদক।
যা দৃষ্টিগোচর হয়েছে– প্রত্যক্ষীভূত।
যা লাফিয়ে চলে– প্লবগ।
যে নারীর স্বামী মৃত– বিধবা।
যার খরচের হিসাব নেই– বেহিসাবি।
যে বা যা হবে– ভাবী, ভবিষ্যৎ।
যা ঘটবেই– ভবিতব্য।
যার মা-বাবা নেই– মাতাপিতাহীন, এতিম।
যা আছে– বিদ্যমান।
যে বেশি কথা বলে– বাচাল।
যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক– যুযুৎসু।
যিনি শত্রুকে বধ করেছেন– শত্রুঘ্ন।
যে স্বভাবতই লজ্জা পায়– লাজুক।
লঘুর ভাব– লাঘব।
যা মাথা পেতে নেওয়ার যোগ্য– শিরোধার্য।
যে বুকে হেঁটে চলে– সরীসৃপ।
যার রসবোধ আছে– রসজ্ঞ, রসিক।
যার জিহ্বা লকলক করে– লেলিহান।
যে সব হারিয়েছে– সর্বহারা।
যে সমস্তই সহ্য করে– সর্বংসহা।
যার ভাতের অভাব আছে– হাভাতে।
যার সর্বস্ব চুরি গেছে– হৃতসর্বস্ব।
যা হৃদয়ে গমন করে– হৃদয়ঙ্গম।
যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায় না– স্থাবর।
যার সর্বস্ব খোয়া গেছে– সর্বস্বান্ত।
যিনি স্মৃতিশাস্ত্র পণ্ডিত– স্মার্ত।
যে সব জানে– সর্বজ্ঞ।
যা হৃদয় বিদীর্ণ করে– হৃদয়বিদারক।
যা হিরণ্য দ্বারা নির্মিত– হিরন্ময়।
যিনি বিদ্যালাভ করেছেন– কৃতবিদ্য।
যা হজম করায়– হজমি।
যা সরোবরে জন্মে– সরোজ।
যে সহ্য করতে পারে– সহিষ্ণু।
যা দিয়ে কাটা হয়– কাটারি।

র

রাতের দ্বিতীয় ভাগ– মধ্যরাত।
রূপ আছে যে নারীর– রূপবতী।
রং করে যে– রঞ্জক।
রীতিকে অতিক্রম না করে– যথারীতি।
রস আছে যার– রসালো।
রুপার মতো রং যার– রুপালি।
রক্তের ন্যায় রং যার– রক্তিম।
রাতের প্রথম ভাগ– পূর্বরাত।
রাতের শেষ ভাগ– শেষরাত।
রেশমের দ্বারা তৈরি– রেশমি।
রোগ নির্ণয় করতে হাতড়ায় যে– হাতুড়ে।
রন্ধনের যোগ্য– পাচ্য।
রোজের উপার্জন– রুজি।
রঙ্গমঞ্চে দর্শনীয় চিত্রপট– দৃশ্যপট।
রস আস্বাদন করা হয় যার দ্বারা– রসনা।
রাস্তার ধারে পণ্য বিক্রি যার পেশা– হকার।
রক্ত চুষে খায় এমন– রক্তচোষা।
রূঢ় বা কর্কশ ভাষায় কথা বলে এমন– রুক্ষভাষী।
রঙের পার্থক্য বোঝাতে পারে না যে– রংকানা।

ল

লোভ নেই যার– নির্লোভ।
লক্ষ করার যোগ্য– লক্ষণীয়।
লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ– লাঠালাঠি।
লাজ আছে যার– লাজুক।
লাভ করা হয়নি যা– অলব্ধ।
লোলুপ দৃষ্টি যার– লোভী।
লজ্জা জন্মে যাতে– লজ্জাকর।
লাভ করার ইচ্ছা– লিপ্সা।
লবণাক্ত নয়– আলুনি।
লাঠি খেলায় পটু– লাঠিয়াল, লেঠেল।
লোক গণনা– আদমশুমারি।
লুট করে যারা– লুটেরা।
লয় প্রাপ্ত হয়েছে– লীন।
লজ্জায় দিশেহারা– হ্রীমূঢ়।
লোকমুখে শুনে বিনা নিমন্ত্রণে আগত– রবাহূত।

শ, ষ

শুভ ক্ষণে জন্ম যার– ক্ষণজন্মা।
শুকনো পাতার শব্দ– মর্মর।
শক্তির উপাসনা করে যে– শাক্ত।
শিশুর তুল্য– শিশুসুলভ।
শখ আছে যার– শৌখিন।
শোভন ধী যার– সুধী।
শহরে বাস করে যে– শহুরে।
শত বর্ষের সমাহার– শতাব্দী।
শিবের উপাসনা করেন যিনি– শৈব।
শক্তিকে অতিক্রম না করে– যথাশক্তি।
শরীর সম্বন্ধীয়– শারীরিক।
শিক্ষালাভ উদ্দেশে যার– শিক্ষার্থী।
শৃঙ্খলা মানে না যে– উচ্ছৃঙ্খল।
শ্রহেতু সর্বাঙ্গ থেকে ঘাম নিঃসরণ– গলদঘর্ম।
শোক দূর হয়েছে যার– বীতশোক।
শোনা হচ্ছে– শ্রূয়মান।
শৈশবকাল থেকে– আশৈশব।
শিক্ষা করছে যে– শিক্ষানবিশ।
শব্দ শুনে লক্ষ্যভেদ– শব্দভেদী।
শরণ করার যোগ্য যিনি– শরেণ্য।
শরণ চায় যে– শরণার্থী।
শ্রদ্ধার যোগ্য– শ্রদ্ধেয়।
শত্রুকে জয় করে যে– শত্রুজিৎ।
শত পাপড়িবিশিষ্ট– শতদল।
শাসন করা যায় যাকে– শিষ্য।
ষাঁড়ে ষাঁড়ে যে লড়াই– ষাঁড়াষাঁড়ি।
ষাট দিনে পাকে এমন ধান– ষষ্টিশালি।
ষাট বছর পূর্ণ উপলক্ষ্যে আনন্দ উৎসব– হীরকজয়ন্তী।
ষাঁড়ের চেহারা তুল্য– ষণ্ডামার্কা।
ষোলো বছর বয়স্কা– ষোড়শী।

স

সোনার মতো– সোনালি।
সেবা করার ইচ্ছা– শুশ্রূষা।
সাপের খোলস– নির্মোক।
সঞ্চয় করা হচ্ছে এমন– সঞ্চীয়মান।
সর্বজন সম্বন্ধীয়– সার্বজনিক।
সমস্ত জীবন ধরে– আজীবন।
সংখ্যা করা যায় না– অসংখ্য।
সাক্ষাৎ যে দেখে– প্রত্যক্ষদর্শী।
সাধুর ভাব– সাধুতা।
সেবা করেন যিনি– সেবক।
সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ– কল্লোল।
সকালের আহার– প্রাতরাশ।
সহ্য করা যার স্বভাব– সহিষ্ণু।
সুমিত্রার পুত্রসন্তান– সৌমিত্র।
সন্তান প্রসব করে যে– প্রসূতি।
সাক্ষাৎ দ্রষ্টা– সাক্ষী।
সমুদ্র থেকে হিমাচল পর্যন্ত– আসমুদ্রহিমাচল।
স্মরণ রাখার যোগ্য– স্মরণীয়।
সমৃদ্ধ গ্রাম– কসবা, গণ্ডগ্রাম।
সুন্দর হস্তাক্ষর যার– খোশনবিশ।
সুদে টাকা খাটানো– তেজারতি।
সন্ন্যাসীর আশ্রম– আখড়া।
সতর্কতাজনিত অগভীর নিদ্রা– কাকনিদ্রা।
সংকুলে জাত– কুলীন।
সংসারের প্রতি বিরাগ– নির্বেদ।
সম্রাটদের বা রাজাদের বিবরণ– শাহনামা, রাজাবলি।

সৌভাগ্যবতীর পুত্র– শ্রীবৎস।
সর্বাপেক্ষা পাপী– পাপিষ্ঠ।
সহজে ভয় পায় যে– ভীরু, ভীতু।
স্বর্গের গঙ্গা– মন্দাকিনী।
সাহিত্যে নিপুণ– সাহিত্যিক।
সমতার ভার– সাম্য।
স্বয়ং সৃষ্ট যিনি– স্বয়ম্ভু।
সাঁঝের ধোঁয়া– সাঁজাল।
সতের ভাব– সত্তা।
সূর্যের উপাসক– সৌর।
সংসদের সদস্য– সাংসদ।
সুধা ধবলিত গৃহ– সৌধ।
সর্বজনের হিতকর– সর্বজনীন।
স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান– সস্ত্রীক।
সখার ভাব– সখ্য।
সমান গোত্র যার– সগোত্র।
সু (শোভন) হৃদয় যার– সুহৃদ।
স্থাবর জঙ্গমের সঙ্গে– সচরাচর।
সভার সদস্য– সভ্য।
সাপের ঝাঁপি– হড়পি।
সুস্বাদু খাদ্য ভোগের বাসনা– রসনাবিলাস।

হ

হেমন্তকালে জন্মে যে– হৈমন্তী।
হাতির গর্জন– বৃংহিত।
হৃদয় থেকে জাত বা উৎপন্ন– হৃদয়জ।
হরিণের চামড়া– অজিন।
হাতে হাতে যে ঝগড়া– হাতাহাতি।
হাতে-কলমে যে শিক্ষা– প্রশিক্ষণ।
হরণ করার ইচ্ছা– জিহীর্ষা।
হস্তী রাখার স্থান– বারী, পিলখানা।
হস্তী তাড়নের নিমিত্ত ব্যবহৃত লৌহদন্ড– অঙ্কুশ।
হত্যা বা হনন করার ইচ্ছা– জিঘাংসা।
হস্তীর চারণভূমি– প্রচার।
হত্যা করতে ইচ্ছুক যে– জিঘাংসু।
ভয়ে হঠাৎ থেমে যাওয়া– থমকানো।
হত্যা করে যে– হন্তারক।
হেমন্তকালীন ফসল– খরিফ।
হাঁসের মতো লীলায়িত ভঙ্গিতে গমন– হংসগমন।
হাঁসের দল– হংসযূথ।
হাঁসের জোড়– হংসমিথুন।
হাতির পিঠে বসার আসন– হাওদা।
হেসে কুটিকুটি হয় এমন– হাসকুটে।
হাতির পা বাঁধার শিকল বা মোটা দড়ি– হিঙ্গির।

NABARUN PUBLICATION